তারিখ ...... 4 APR 2017
পৃষ্ঠা ...২...... কলাম...৬......

সমকাল

আইপিইউ সম্মেলন

বৈষম্য দূর করতে শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

ঢাকায় শুরু হওয়া আইপিইউ সম্মেলনে অংশ নিয়ে বৈষম্য দূর করতে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতের ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার আইপিউ'র সাধারণ আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া তার বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের 'হল অব ফেম'-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, অসমতা দূর করতে সর্বস্তরে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। স্কুল থেকে মেয়েদের ঝরে পড়া রোধ করতে হবে।

'রিড্রেসিং ইনইকুয়ালিটিজ : ডেলিভারিং অন ডিগনিটি অ্যান্ড ওয়েল বিং ফর অল' প্রতিপাদ্য নিয়ে গত শনিবার শুরু হওয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংসদীয় ফোরামের এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশের ১৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশ নিচ্ছে। সাধারণ আলোচনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সংসদের ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৭

বৈষম্য দূর করতে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

ভূমিকা তুলে ধরে ফজলে রাব্বী বলেন, এসডিজি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইনসভা হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সংসদ সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন। ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অসমতা রোধ, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নারী ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

তিনি বলেন, আইনসভার কার্যক্রম হবে এসডিজির ওপর পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালেয়র এসডিজি বাস্তবায়ন. কার্যক্রমের ওপর কার্যকর তদারকি। এসডিজি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সঙ্গে ই-ডায়লগ, ই-পার্টিসিপেশন, ই-ডেলিবারেশন এবং ইকনসালটেশনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। বক্তৃতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ভিশন-২০২১ সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের বিকাশ ঘটাতে বাংলাদেশ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এ লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে বাংলাদেশ বিশ্বাস করে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করবে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে 'বাংলাদেশ পারস্পেকটিভ প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ কর্তৃক আইপিইউ এবং সিপিএ'র নেতৃত্ব অর্জন গণতন্ত্রের চর্চা ও মূল্যবোধের প্রতি আমাদের যে অঙ্গীকার, তা আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি কমিউনিটির কাছ থেকে স্বীকৃত হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানে বর্ণিত আইনের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই। আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন করছি। মানবকল্যাণের বিকাশ ঘটাতে অসাম্য দূরীকরণই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।